পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা

৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই মার্চ ১৯৮৩ ইং ॥ ২৯শে জমাদিউল আউয়াল ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৬শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

১৫ই মার্চ ১৯৮৩

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা মায়েদা (১৫শ ও ১৬শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৮	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	৭
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভূইয়া	৯
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫
জলসা	মোহাম্মদ ফজলে ইলাহী	১৭
* সংবাদ		১৮

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

চতুর্থ মজলিসে শুরা

এতদ্বারা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল জামাতসমূহের প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইনশাআল্লাহ আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ, ১৯৮৩ (রোজ শুক্র ও শনিবার) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার চতুর্থ মজলিসে শুরা ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে।

সকল নির্বাচিত আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবানদেরকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত শুরায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে। যিনি / যাহারা শুরায় যোগদান করিবেন তিনি / তাহারা বকেয়াদার নহেন—এই মর্মে অবশ্যই নিজ নিজ জামাতের সেক্রেটারী মালের নিকট হইতে এই সার্টিফিকেট নিয়া আসিবেন।

ওবায়দুর রহমান ভূইঞা
সেক্রেটারী, শুরা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ২১শ সংখ্যা

৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই মার্চ ১৯৮৩ ইং : ১৫ই আমান ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

সপ্তম পারা **১৫শ রুকু**

১১০। (সেইদিনকে স্মরণ কর) যে দিন আল্লাহ্ রসুলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন তোমাদিগকে কি উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা বলিবে, আমাদের কোন জ্ঞান নাই। অদৃশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান কেবল তোমারই আছে।

১১১। (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা ! তুমি তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর আমার নে'মতকে স্মরণ কর, যখন (আমি) পবিত্র ওহীর দ্বারা তোমাকে সাহায্য করিয়াছিলাম, তুমি বাল্যকালে ও পৌঢ় বয়সে লোকদের সহিত (রূহানী তত্বপূর্ণ) কথা বলিতে ; এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে কিতাব ও জ্ঞান এবং তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা (–মাটির স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ) হইতে পক্ষীর (বাচ্চা তুলার) পদ্ধতিতে (রূহানী জামাআত) সৃষ্টি করিতে এবং উহাতে (নূতন রুহ) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে এবং আমার আদেশে মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে এবং যখন আমি বনি ইস্রাইলকে (যাহারা তোমার প্রাণনাশের সংকল্প করিয়াছিল তাহাদের সেই প্রচেষ্টা) তোমা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ আসিয়াছিলে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, ইহা প্রকাশ্য ধোকাবাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১১২। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি হাওয়ারীদের (অর্থাৎ শিষ্যগণের) প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, আমার উপর এবং আমার (এই) রসুলের উপর ঈমান আন। তাহারা (সেই ওহীর উত্তরে) বলিয়াছিল, আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পন করিলাম।

১১৩। (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়ম পুত্র ঈসা ! তোমার রব্ব কি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযেল করিতে

পারেন? সে (উত্তরে) বলিল, তোমরা যদি মোমেন হইয়া থাক তাহা হইলে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।

১১৪। তাহারা বলিল যে, আমরা চাহি, আমরা উহা হইতে খাই, যেন আমাদের অন্তর স্বস্তি লাভ করে (যে আমাদের খোদা সর্বশক্তিমান), এবং আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়া যায় যে তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন এ বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারি।

১১৫। মরিয়ম পুত্র ঈসা বলিল, হে আমাদের রব্ব! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষাংশের জন্য ঈদের কারণ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিয্‌ক দান কর, তুমি রিয্‌কদাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।

১১৬। আল্লাহ্‌ বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর ইহা (অর্থাৎ খাদ্য ভরা খাঞ্চা) নাযেল করিব কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহই ইহার (নাযেল হওয়ার) পর অকৃজ্ঞতা করিবে আমি তাহাকে এমন কঠোর আযাব দিব যাহা বিশ্বজগতের অপর কোন জাতিকে এমন আযাব দিব না।

১৬ রুকু

১১৭। এবং যখন আল্লাহ্‌ (কেয়ামত দিবসে) বলিবেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাকে ও আমার মাতাকে দুই মা'বুদ বানাইয়া লও? তদুত্তরে সে বলিবে, (হে আল্লাহ্‌!) তুমি পরম পবিত্র, যাহা আমার বলার কোন অধিকার নাই উহা বলা আমার জন্য সম্ভব ছিলনা, যদি আমি তাহা বলিতাম, তবে তুমি তাহা জানিতে, (কারণ) যাহা আমার অন্তরে আছে তাহা তুমি জান আর যাহা তোমার অন্তরে আছে তাহা আমি জানি না, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয় সমূহ সর্বাধিক বেশী জান।

১১৮। তুমি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ দিয়াছিলে তাহা ব্যতীত আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই; তাহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর যিনি আমারও রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে (বর্তমান) ছিলাম আমি তাহাদের উপর নিগরান ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে (তখন) তুমিই সর্ববিষয়ের উপর নিগরান আছ।

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে আযাব দিতে চাহ, তাহা হইলে তাহারা তোমার বান্দা, এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে চাহ তাহা হইলে তুমি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১২০। আল্লাহ্‌ বলিবেন, আজিকার দিন (এমন) যখন সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যবাদিতা উপকার দিবে, তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ হইবে যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরকাল বাস করিতে থাকিবে, আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহা মহা সাফল্য।

১২১। আসমান সমূহ ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার বাদশাহাত আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ঈমানের বিষয় ছয়টি

১। ঈমান ইহাই যে, তুমি বিশ্বাস আনো আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশ্তাগণ, তাঁহার গ্রন্থাবলী তাঁহার রসুলগণ এবং শেষ দিনের উপর ; এবং তুমি আরও বিশ্বাস আনো ভাল এবং মন্দের উপর আল্লাহ্র আধিপত্যের।" (মোস্লেম)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

১। ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর অবস্থিত যথা :

(১) সাক্ষা দেওয়া যে আল্লাহ্ ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ,

(২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) আল্লাহ্র গৃহে হজ্ব করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বোখারী)

আল্লাহ্ অন্তর দেখেন

১। আল্লাহ্ তোমাদের অবয়ব এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও কাজ দেখেন। (মোস্লেম)

নিজের জন্য যাহা চাও তাহা তোমার ভ্রাতার জন্যও চাও

১। আল্লাহ্র কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ সত্যকার মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাহার ভ্রাতার জন্য উহা চায়, যাহা সে নিজের জন্য চায়। (বোখারী)

২। ইহা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যকর যে, সে শ্রবন করে এবং আদেশ পালন করে তাহার কর্তৃপক্ষের, উহা পছন্দের হউক, বা অপছন্দের, যতক্ষণ পর্যন্ত না তদ্বারা আল্লাহ্র আদেশ বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ভঙ্গ হয়। (বোখারী)

পোষাক

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সবুজ বর্ণের পোষাক সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করিতেন। (বোখারী ও মোসলেম)

২। হযরত রসুল (সাঃ) আঁট সাঁট আস্তিন যুক্ত রোমীয় পোষাক পরিয়াছিলেন। (ঐ)

৩। আবু বোরদা বলিয়াছেন, আয়েশা একটি ঢিলা পাজামা পরিয়া, চাদরে জড়িত হইয়া বহির্গত হইলেন এবং বলিলেন, এই দুইটি কাপড়ের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল (সাঃ)-এর প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছিল। (ঐ)

৪। হযরত রসুল (সাঃ) চামড়ার বিছানায় শুইতেন, উহার মধ্যে খেজুরের ছোবড়া থাকিত। (ঐ)

৫। হযরত রসুল (সাঃ) চামড়া নির্মিত বালিশ ব্যবহার করিতেন, যাহার মধ্যে খেজুরের 'ছোবড়া' থাকিত। মোসলেম

৬। একটি বিছানা ব্যক্তির নিজের জন্য, দ্বিতীয়টি তাহার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি অতিথির জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য। (মোসলেম)

৭। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ব্যক্তির দিকে তাকাইবেন না, যে অহঙ্কার দেখাইতে যাইয়া তাহার লুঙ্গী লুটাইয়া চলে। (মোসলেম ও বোখারী)

৮। হযরত রসুল (সাঃ) বাম হাতে খাওয়া, এক পায়ে জুতা দিয়া চলা, কঠিন যমিনে হাটা এবং লজ্জাস্থান প্রকাশকারী পোষাক পরা নিষেধ করিয়াছেন। (মোসলেম)

৯। যে ব্যক্তি (পুরুষ) ইহজগতে রেশমী বস্ত্র পরে, সে পরলোকে ইহা পরিধান করিবে না। (বোখারী)

১০। হযরত রসুল (সাঃ) সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা এবং রংবিহীন ও রঙ্গীন রেশমী বস্ত্র পরা বা উহার উপর উপবেশন করা নিষেধ করিয়াছেন। (বোখারী ও মোসলেম)

১১। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি রেশমী পোষাক হযরত রসুল (সাঃ)-কে কেহ উপহার দিলে তিনি উহা আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি উহা পরিধান করি। ইহাতে তাঁহার মুখে ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠে। তিনি বলিলেন, ইহা আমি তোমাকে পরিবার জন্য পাঠাই নাই। ইহা আমি এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া মুখাবরণের জন্য মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। (ঐ)

১২। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল (সাঃ) তাঁহার মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় সংযুক্ত করিয়া বলিলেন, ইহার অতিরিক্ত রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। বর্ণিত আছে যে, তিনি লম্বা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। তিনি দুই, তিন বা চার অঙ্গুলী পরিমাণের অতিরিক্ত রেশম ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (মোসলেম)

১৩। আসমা বিনতে আবুবকর একটি লম্বা রেশমের লাইনিং দেওয়া সিজারীয় (কালো উলের তৈরী, যাহা রোমীয় বাদশাহ সীজারগণ ব্যবহার করিতেন) পোষাক বাহির করিয়া আনিলেন। ইহার দুই দিক রেশম খচিত ছিল। তিনি বলিলেন, ইহা রসুল (সাঃ)-এর পোষাক, যাহা আয়েশার নিকট ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। রসুল (সাঃ) ইহা পরিধান করিতেন। আমরা তখন ইহা ধৌত করিয়া আরোগ্যকামী রুগীদিগকে দেই। (ঐ)

—**মোঃ মোহাম্মদ** সাহেব,
আমীর বাঃ আঃ আঃ

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেলে এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে।" সুতরাং সে অন্বয়চ্যুত হইয়া যাইবে।"

['কিস্তিয়ে নূহ' (আমাদের শিক্ষা) পৃঃ ২২]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অপূর্ব নিদর্শন, যাহা কেহ রোধ করিতে পারে না

"আল্লাহ্‌তায়ালা এরাদা করিয়াছেন যে এই সেলসেলাকে তিনি বাড়াইবেন। সুতরাং তাঁহাকে বাধাদান করিতে পারে এমন কে আছে? তোমরা কি জান না যে বাদশাহ সব কিছুই করিতে সক্ষম। অনন্তর যিনি জমিন ও আসমানের বাদশাহ তিনি কি কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আজ (অর্থাৎ ১৯০৭ইং) হইতে ২৫ বৎসর বরং উহারও বহু পূর্বে খোদাতায়ালা আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যখন একটি মানুষও আমার পার্শ্বে ছিল না এবং বৎসরকালেও কখনও কোন চিঠি-পত্র আমার নিকট আসিত না—সেই নির্জন ও অজ্ঞেয় অবস্থায় আমি (আল্লাহ্‌র আদেশে) যে সব দাবী করিয়াছি তাহা 'বারাহীনে-আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। আর সেই গ্রন্থটি পক্ষ-বিপক্ষ সকলের নিকট মওজুদ আছে, বরং হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের নিকটও রহিয়াছে, এমন কি মক্কা, মদীনা, কায়রো ও আনকারা পর্যন্তও পৌঁছিয়াছে। উহা খুলিয়া দেখ, সেই সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন :

يأتون من كل فج عميق و يأتيك من كل فج عميق

অর্থাৎ 'দূরদূরান্ত হইতে তোমার নিকট লোক আসিবে এবং যে সকল পথে তাহারা আসিবে সেগুলিতে গভীর গর্ত পড়িয়া যাইবে।' তারপর আরও বলিয়াছিলেন যে, বিপুল সংখ্যায় এই সকল লোকের আগমনে তাহাদের (সেবা-যত্ন ও সাক্ষাৎদানের) বিষয়ে ক্লান্ত হইবে না এবং তাহাদের প্রতি রুষ্ট ব্যবহারও করিবে না। ইহা নিয়ম সম্মত কথা যে, যখন বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয় তখন মানুষ তাদের সাক্ষাৎকারে ঘাবড়াইয়া যায়, আর কখনও কখনও অমনোযোগ প্রদর্শন করে, যাহা এক প্রকার দুর্ব্যবহার স্বরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তুমি তাহাদের জন্য ক্লান্ত হইবে না এবং অতিথি সেবার সকল রীতি-নীতি পালন করিবে। উক্ত সংবাদ সেই অবস্থায় দেওয়া হইয়াছিল যখন কেহই আমার নিকট আসিত না। আর এখন তোমরা সকলে দেখিয়া লও, কি বিপুল সংখ্যায় তোমরা মওজুদ রহিয়াছ। ইহা কত বড় নিদর্শন! ইহাতে গভীর মনোনিবেশসহ দৃষ্টিপাত করা উচিত। যাহারা খোদাতায়ালার নিদর্শনাবলীর সম্বন্ধে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, তাহারা পদস্খলনের পর্যায়ে দণ্ডমান থাকে! ইহা অতি সত্য কথা যে মানুষ তাহার ঈমানে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খোদাতায়ালার বাক্য ও কার্য্যাবলী এবং কুদরত সমূহ অবলোকন করে।

সুতরাং এই সেলসেলা এ উদ্দেশ্যেই কায়েম হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ঈমান বৃদ্ধিলাভ করে। যে নিদর্শনটি আমি এখন পেশ করিলাম ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রদত্ত এবং এরূপ জবরদস্ত নিদর্শন, যাহা কেহ রোধ করিতে পারে না। ইহার মোকাবেলায় অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কোথায় সেই সাহস ও সামর্থ্য যে এরূপ নিত্য তাজা নিদর্শন পেশ করিতে পারে? এই জামাতের লোক ইহা ভালভাবেই অনুধাবন করিতে সক্ষম যে, কিরূপে অজস্র ধারায় নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ ও তাঁহারই কুদরতের লীলাখেলা; ইহাতে অন্য কাহারও হাত নাই।

নিশ্চয় জানিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা দেখাইতে চান যে ঈমানী শক্তি বাড়িয়া যায়, এবং এই শক্তি এরূপ নিদর্শনাবলী ব্যতিরেকে বাড়িতে পারে না, কেননা এগুলিতে আল্লাহ্‌তায়ালার সক্রিয় হাত প্রকাশ্যরূপে দেখা যায়। মানুষ এমন এক প্রাণী যে, ঈমানের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ সে খোদাতায়ালার তরফ হইতে ফয়েয ও কল্যাণ প্রদত্ত না হয় ততক্ষণ সে নিজে নিজেই পাক-পবিত্র হইতে পারে না। প্রকৃতরূপে পাক-পবিত্র হওয়া এবং তকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয় বরং খোদাতায়ালার ফজল ও সাহায্যের দ্বারাই এই নেয়ামত লাভ হয় এবং সত্যিকার তকওয়া যদ্বারা খোদাতায়ালা রাজী হইয়া থাকেন তাহা লাভ করার জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ দিয়াছেন: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ("হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, আল্লাহ্‌র তকওয়া অবলম্বন কর" —অনুবাদক)। তারপর ইহাও বলিয়াছেন:

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সকল লোকের সাহায্যকারী ও সহায়ক হইয়া থাকেন যাহারা তকওয়া অবলম্বন করে।" তকওয়া বলা হয় পরহেজ করাকে এবং 'মোহসেনুন' হইল ঐ সকল লোক যাহারা শুধু গোনাহ হইতে পরহেজ বা আত্মরক্ষাই করে না বরং নেকীও পালন করে। তারপর আল্লাহতায়ালা ইহাও বলিয়াছেন: للذين احسنوا الحسنى অর্থাৎ 'ঐ সকল নেকীও তাহারা সাজাইয়া-গোছাইয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকে।' আমার প্রতি এই ওহী বার বার নাযেল হইয়াছে: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون কতবার যে (এই ওহী) হইয়াছে তাহা আমি গণনা করিতে পারি না; খোদা জানেন হয়ত দুই সহস্র বার নাযেল হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, জামাত যেন জ্ঞাত হয় যে শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে তাহারা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, অথবা শুধু কাল্পনিক ঈমানে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে না। আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গ ও সাহায্য তখনই লাভ করিতে পারিবে, যখন সত্যকার তকওয়া হাসিল হইবে এবং উহার পাশাপাশি নেকীও করিয়া যাইবে'

(২৯শে ডিসেম্বর ১৯০৫ইং তারিখে প্রদত্ত ভাষন—মলফুজাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ৩৬৮-৩৭০)

অনুবাদ: মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জিবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৮)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত

হযরত রসুলে করিম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণ হিজরতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একের পর এক পরিবার মক্কা হইতে উধাও হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম হইবার অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও সাহসী হইয়া উঠিলেন। কোন কোন সময় এক রাত্রির মধ্যেই মক্কার কোন কোন গলির সমস্ত ঘর-বাড়ী খালি হইয়া যাইত। প্রত্যুষে যখন শহরের লোকজন কোন গলি নিশ্চুপ দেখিত তখন তাহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিত যে, ঐ গলির সকল বাসিন্দা মদীনায় চলিয়া গিয়াছেন। মক্কাবাসীগণের মধ্যে ইসলাম যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া যাইত।

অবশেষে কতিপয় গোলাম স্বয়ং হযরত রসুলে করিম (সাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত মক্কায় আর কোন মুসলমান অবশিষ্ট রহিলেন না। মক্কাবাসীগণ যখন দেখিলেন যে, শিকার তাহাদের হাত ছাড়া হইবার উপক্রম তখন তাহাদের সরদারগণ পুনরায় সমবেত হইল এবং নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, এখন মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। খোদাতায়ালার বিশেষ পরিকল্পনায় হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে হত্যা করিবার তারিখ ও তাঁহার হিজরতের তারিখ একই দিন ছিল। মক্কাবাসীগণ যখন মহানবী (সাঃ)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহের সম্মুখে সমবেত হইতেছিল সেই সময় তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার গৃহ হইতে নির্গত হন। মক্কাবাসীগণ নিশ্চয় সন্দেহ করিয়া থাকিবে যে তাহাদের পরিকল্পনার কথা হযরত রসুলে করিম (সাঃ) টের পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তথাপি তিনি যখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ইনি অন্য কোন ব্যক্তি। তাই তাহারা মহানবী (সাঃ) কে আক্রমণ না করিয়া নিজেরাই আত্মগোপন করিতে লাগিল পাছে তাহাদের পরিকল্পনার কথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) না জানিয়া ফেলেন। তাঁহার সহিত হিজরত করিবার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)- ক একদিন পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও মহানবী (সাঃ)-এর সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহারা উভয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই মক্কা

হইতে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কা হইতে তিন-চার মাইল দূরে পাহাড়ের উপরস্থিত 'সওর' গিরি-গুহায় আশ্রয় লইলেন।

যখন মক্কাবাসীগণ জানিতে পারিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা হইতে চলিয়া গিয়াছেন তখন তাহারা একদল সৈন্য সমবেত করিল এবং তাঁহার অনুসন্ধানে রওয়ানা হইল। তাহারা একজন অনুসন্ধানকারীকে তাহাদের সঙ্গে লইল এবং সেই অনুসন্ধানকারী হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর অনুসন্ধান করিতে করিতে সওর গিরি-গুহার নিকট পৌঁছাইল, যেখানে হযরত রসুলে করিম (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ঐ গিরি-গুহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া অনুসন্ধানকারী দৃঢ়তার সহিত বলিল যে, "হয় মুহাম্মদ (সাঃ) এই গুহার মধ্যে আছেন নতুবা তিনি আকাশে আরোহণ করিয়াছেন।" তাহার এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি নিম্নস্বরে মহানবী (সাঃ)-এর কানে কানে বলিলেন, "শত্রু আমাদের মস্তকের উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাহারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবে।" তিনি উত্তর দিলেন,

لا تحزن ان الله معنا

"আবু বকর ভয় করিওনা। খোদা আমাদের উভয়ের সঙ্গে আছেন।" উত্তরে হযরত আবু বকর বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি আমার নিজের প্রাণের ভয় করি না। কারণ আমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি। আমার যদি মৃত্যু হয় তবে একজন ব্যক্তিরই মৃত্যু হইবে। হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমার ভয় হইতেছে যে, যদি আপনার জীবনের কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে দুনিয়াতে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম নিশ্চিহ্ন হইবে।" হযরত রসুল করিম (সাঃ) উত্তর দিলেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই। তৃতীয়জন খোদাতায়ালাও আমাদের সঙ্গে আছেন।" বস্তুতঃ এখন ঐ সময় আগত যখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামকে সম্প্রসারিত করিবেন ও উন্নতি দান করিবেন এবং মক্কাবাসীগণের ধ্বংস সাধন করিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা মক্কাবাসীগণের চোখে পর্দা ফেলিয়া দিলেন এবং তাহারা অনুসন্ধানকারীকে উপহাস করিতে লাগিল এবং বলিল যে, "এটা কি সম্ভব যে, এই রকম উন্মুক্ত স্থানে কেহ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? ইহা আশ্রয় গ্রহণের কোন স্থান নয়। এখানে অসংখ্য সাপ ও বিচ্ছু থাকে, এখানে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি আশ্রয় লইতে পারেন?" গিরি-গুহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই তাহারা অনুসন্ধানকারীর প্রতি উপহাস করিতে করিতে মদীনায় ফিরিয়া গেল। হযরত নবী করিম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) দুই দিন ঐ গিরি-গুহায় অপেক্ষা করিলেন। অতঃপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দুইটি উট আনা হইলে একটি উটের উপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও পথ-পরিচালক আরোহণ করিলেন এবং অপর উটের উপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁহার গোলাম আমর বিন ফুহায়রা আরোহণ করিলেন।

মদীনায় রওয়ানা হইবার পূর্বে মহানবী (সাঃ) মক্কার দিকে মুখ ফিরাইলেন—ঐ পবিত্র শহরের দিকে যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐশীবাণী লাভ করিয়াছিলেন এবং যেখানে হযরত ঈসমাইল (আঃ)-এর সময় হইতে তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন, শেষ বারের মত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তরে মক্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে মক্কা, তুমি আমার নিকট অন্য সকল স্থান হইতে অধিকতর প্রিয়। কিন্তু তোমার অধিবাসীগণ আমাকে এখানে বসবাস করিতে দিতেছে না।" ঐ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আফশোসের সহিত বলিলেন, "তাহারা নিজেদের নবীকে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এখন তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস হইয়া যাইবে।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩রা ডিসেম্বর '৮২ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

শত বার্ষিকী জুবিলী চাঁদা আদায়ের গতি খুবি উদ্বেগজনক।

এই পরিকল্পনার কাজ এরূপ যে সমস্ত চাঁদা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আদায় হওয়া উচিৎ!

চাঁদা আদায় কোন বোঝা নয়।

ইহা আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে পুরস্কার এবং জামাতের উপর আল্লহার এহসান।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডের মহান উদ্দেশ্যাবলী এবং এই ঐতিহাসিক পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

রাবওয়া ঃ—৩রা ডিসেম্বর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এখানে মসজিদে আক্সায় নামায পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহু স্বীয় খোৎবায় শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডের আদায় সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন যে, এই পরিকল্পনার অধীনে যে সমস্ত ওয়াদা করা হয়েছে ঐগুলো আদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি খুব উদ্বেগজনক পাকিস্তানের আহমদীরা মাত্র ৪৮ শতাংশ এবং বহির্বিশ্বের আহমদীরা ৬২ শতাংশ আদায় করেছেন। যেহেতু সময় অনেক বেশী অতিবাহিত হয়ে গেছে হুজুর এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইমানউদ্দীপক বিস্তারিত বিবরণ দান করেন।

হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা একটা বেজে নয় মিনিটে খোৎবা প্রদান শুরু করেন এবং এই খোৎবা দুইটা পর্যন্ত জারী ছিল। হুজুর ৫১ মিনিট পর্য্যন্ত খোৎবা প্রদান করেন। তাশাহুদ, তাওউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর বলেন, শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে পেশ করেছিলেন। যদিও ঐ সময় তাঁর দৃষ্টিতে ইহা দুই কোটি টাকার তাহরিক ছিল, কিন্তু অতি শীঘ্র জামাতের বন্ধুগণের অসাধারণ আন্তরিকতা প্রদর্শনের ফলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে জামাত এমতাবস্থায়

পৌঁছে গেছে যে দশ কোটিরও অধিক টাকা পেশ করা যায়। অতঃপর প্রায় পৌণে এগার কোটি টাকার ওয়াদা পেশ হয়ে গেল। হুজুর বলেন, কিন্তু শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী উৎসব এই উদ্দেশ্যে আমরা পালন করবো না যে একশত বৎসর পর কোটি কোটি টাকা আমরা মেলার আকারে ব্যয় করে দেব। আল্লাহ্‌র জামাত দুনিয়ার মত নিরর্থক উৎসব পালন করে অর্থের অপচয় করতে পারে না। এটাতো জামাতে আহ্‌মদীয়ার উদ্দেশ্যাবলীর গর্দানে ছুরিকাঘাত করার শামীল হবে।

হুজুর বলেন, এ জন্য এর বিভিন্ন লক্ষ্য স্থীর করা হয়েছিল এবং একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল, এই কমিশনের আমিও একজন সদস্য ছিলাম। এই কমিশন ব্যাপক গবেষণা করে এবং অবস্থা পর্যালোচনা করার পর এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর সংগে বারবার সলাপরামর্শ করে অবশেষে পরিকল্পনার এমন একটি নকশা প্রণয়ন করলো যে যদিও ইহার কোন কোন দিক তখনও চুড়ান্তরূপ লাভ করেনি, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিষয় গবেষণা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। হুজুর বলেন, এই পরিকল্পনার অধীনে যে ব্যয় হবে তা এরূপ নয় যে এর আদায় যদি শেষ বৎসর পর্যন্ত চলতে থাকে তাহলেও কাজ চলে যাবে। বরং এর চেয়ে অধিক উত্তমরূপে কাজ তখনই হতে পারে যখন শত বার্ষিকী জুবিলীর কয়েক বৎসর পূর্বে যদি-সমস্ত না হোক অন্ততঃ অধিকাংশ অর্থ আদায় হয়ে যায়। হুজুর বলেন, এ যাবত শত বার্ষিকী জুবিলীর চাঁদা আদায়ের অবস্থা খুবি উদ্বেগজনক। পৌণে এগার কোটি টাকার ওয়াদার মধ্যে এ যাবত মাত্র সাড়ে তিন কোটি টাকার কাছাকাছি আদায় হয়েছে। কিন্তু শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার যে সময় অতিবাহিত হয়েছে উহার তুলনায় এ পর্যন্ত সাড়ে ছয় কোটি টাকা আদায় হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ এখন সাত কোটি টাকা অবশিষ্ট কয়েক বৎসরে আদায় হওয়া উচিত।

হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহু এই পরিকল্পনার অধীনে ওয়াদা ও আদায়ের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের মোট ওয়াদার মাত্র শতকরা ৪৮ ভাগ আদায় হয়েছে যদিও ১৬ বৎসরের মধ্যে ৯ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বহির্বিশ্ব থেকে শতকরা ৬২ ভাগ আদায় হয়েছে যদিও এটা পাকিস্তানের তুলনায় উত্তম। কিন্তু নির্দ্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা থেকে এখনো পিছনে রয়েছে।

হুজুর বলেন, জুবিলী ফাণ্ডের আদায়ের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ করার পর এটা পরিস্কার বুঝা গেল যে যদিও করাচী এবং লাহোর জামাত অন্যান্য চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে অগ্রবর্তী সারিতে থাকে, কিন্তু এই ওয়াদায় (জুবিলী ফাণ্ড) অনেক পশ্চাতে রয়েছে।

হুজুর বলেন, আজকাল জামাতে চাঁদার হারেরও বিভিন্ন তাহরিকাতের ব্যাপারে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। পুনরায় তাহরিকে-জদিদ, ওয়াক্‌ফে-জদিদ এবং বর্তমানে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাও সম্মুখে হয়েছে। যাহাহোক ও সমস্ত বোঝা জামাতকে বহণ করতে হবে। হুজুর বলেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা বোঝা নয়। ইহা তো আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়ামত ও ইনায়াম এবং

আল্লাহ্‌তায়ালার এহসান। খোদাতায়ালা যে জাতিকে কোরবানীর দিকে আহ্বান জানান এবং তাদের কোরবানীর ফলশ্রুতিতে স্বীয় ধর্মকে বিজয়মালা পরিয়ে দিন, এই জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র এহসান ছাড়া কি হতে পারে যে তিনি (খোদা) সারা বিশ্বে পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে মনোনিত করেছেন। দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার মালিক অনেক রয়েছে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী রয়েছে। জামাতে আহ্‌মদীয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী অঢেল সম্পদ এ সকল কোম্পানীর করায়ত্বে আছে। এরূপ কোম্পানী রয়েছে যাদের ঐশ্বর্য কয়েকটি দেশের মোট ঐশ্বর্য্যের চেয়ে অধিক। তদুপরি পৃথিবীতে বড় বড় রাজনৈতিক শক্তি সমূহ রয়েছে। এ সকল শক্তির মোকাবেলায় আমাদের কিই বা সামর্থ আছে। এ সকল শক্তিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে মনোনিত করেছেন। ইহা আমাদের সৌভাগ্য এবং যতদিন আমরা এ সকল দায়িত্ব পালন করে যাব ততদিন আমরা ভাগ্যবান থাকবো। যদি আমরা একে বোঝা মনে করি তাহলে আমাদের সমস্ত কোরবানী বৃথা হয়ে যাবে।

হুজুর বলেন, এরূপ জাতি যারা এখলাসে অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী তারা যখন ওয়াদা করে তখন তারা পশ্চাদে কেন থাকবে? হুজুর বলেন, জামাতে আহমদীয়ার আর্থিক দায়িত্বাবলী পালনের ব্যাপারে বৎসরের পর বৎসর আমার অভিজ্ঞতা ইহাই যে জামাতে আহমদীয়া কোন কোরবানীর ব্যাপারে পাশ্চাদে থাকার জামাত নয়। যদি জামাত পিছনে থেকে যায় তাহলে এ জন্য ঐ ব্যবস্থাপনা দায়ী যাদের কর্তব্য ছিল যে তারা প্রতি বৎসর জামাতের বন্ধুগণকে জাগাতে থাকেন এবং ঝাঁকতে থাকেন! এ জন্য এটাও দায়ী যে, এই পরিকল্পনার মহান উদ্দেশ্যাবলী পরিস্কার করে জামাতের সামনে তুলে ধরার সুযোগ হয়নি। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) এই পরিকল্পনার সমস্ত দিক পরিস্কার করে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সকল আজো ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে।

হুজুর আইয়াদাল্লাহু বলেন, এই মহতী পরিকল্পনার সমস্ত দিক এখনতো আমি বর্ণনা করতে পারি না। সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিয়াছি যাতে আপনারা হৃদয়ংগম করতে পারেন যে কত বড় মহান উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে এবং কোন কোন প্রয়োজন এমন যে যদি অতিশীঘ্র এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া না হয় তাহলে আর সময় থাকবে না এবং যে ক্ষতি সাধিত হবে উহা পূরণ করা যাবে না।

হুজুর বলেন, শত বার্ষিকী উৎসবের সালানা জলসায় সমগ্র বিশ্ব থেকে আহমদীরা দলে দলে যোগদান করবে। এ সালানা জলসার রূপই ভিন্ন হবে। এর ব্যবস্থাপনা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। গৃহনির্মাণের দিক থেকে, জলসার ময়দান তৈরী করার দিক থেকে এবং লঙ্গরখানা সম্প্রসারনের দিক থেকে কোন কোন প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে এখনই সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই বৎসর সম্পূর্ণটাই উৎসবে অতিবাহিত হবে। এজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির প্রয়োজন। গৃহনির্মাণের জন্য জমিন সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে সমাধা হয়ে গেছে। ইহার কাজ শুরু হওয়ার পর কয়েক বৎসর লেগে যাবে। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি

এবং প্রচার পত্র ইত্যাদি ছাপানোর কাজ বাকী আছে। সমগ্র বিশ্বে আহ্‌মদীয়াত দ্বারা ইসলামের যে খেদমত করা হচ্ছে তার উপর সচিত্র ইতিহাস প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বহু বহু দেশ আছে। বিশাল তাদের ইতিহাস। এ সকল কাজে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তদুপরি বড় বড় ভাষা যেমন ফরাসী, ইংরেজী, জার্মানী রাশিয়া ও ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষাতে পুস্তকাদি প্রকাশ করা প্রয়োজন।

হুজুর বলেন, এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এই যে একশত ভাষায় ইসলামের পয়গাম পৌছাতে হবে। এই জন্য লিটারেচার ছাপানো এবং বিশেষজ্ঞ তৈরী করা প্রয়োজন। এটাই হল আমাদের উৎসব এবং এর জন্য সময় অত্যন্ত অল্পই রয়েছে। বড় বড় কোম্পানীর দ্বারা কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে অর্থ প্রদান করতে হবে। আমরা তাদেরকে তো একথা বলতে পারি না যে কাজ এখন করে দাও, টাকা তোমাদেরকে পরে দেওয়া হবে। একশত দেশে জামাতের মিশন স্থাপন করতে হবে এই প্রচেষ্টায় কত পরিশ্রমের প্রয়োজন। মিশন স্থাপন করতে হবে, দালান নির্মাণ করতে হবে। মোবাল্লেগ তৈরী করতে হবে। আপাতত কোন ভাড়াটে বাড়ী সংগ্রহ করে কাজ চালাতে হবে। অতঃপর ঐ সকল স্থানে মস্‌জিদ ও মিশন তৈরী হবে। এর মধ্যে ইটালী ও ব্রাজীলের জন্য তো খোদ্দামুল আহমদীয়া অর্থ সংস্থান করে দিয়েছে এতদ্ব্যতীত ইউনান, পর্তুগাল, অষ্ট্রিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডও রয়েছে। এমনিধারায় আফ্রিকার দেশ সমূহ রয়েছে যেখানে ফারসী ভাষা বলা হয়। এদের মধ্যে মরিশাস ও বিনান ছাড়া অন্য কোন দেশে আমাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এরপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশ সমূহ রয়েছে। ঐ সমস্ত দেশে জামাত আহমদীয়ার পয়গাম পেঁাছেনি। অতঃপর বৌদ্ধ জগত রয়েছে। এ সকল দেশে মিশন স্থাপন করা প্রয়োজন।

হুজুর বলেন, দক্ষিণ আমেরিকা একটা বৃহৎ দেশ। তথায় কেবল মাত্র ব্রাজীলের একটি মিশন দ্বারাতো কাজ চলতে পারে না। আরও বহু দেশ আছে, দ্বীপ মালা আছে। এ সকল দেশে এই পরিকল্পনার অধীনে কাজ করতে হবে। এক একটি মিশন নির্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

হুজুর বলেন, যেখানে মিশন রয়েছে সেখানে উহার সম্প্রসারণের প্রয়োজন। জার্মানীতে আরও তিনটি মিশন স্থাপন করতে হবে এবং বর্তমানে দুইটি মিশন সম্প্রসারণের প্রয়োজন, আমেরিকায়, কমপক্ষে পাঁচটি নূতন মিশন জরুরী ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে।

হুজুর বলেন, এতদ্ব্যতীত সবচেয় জরুরী কাজ হচ্ছে বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় কোরআন শরীফের তর্জমা করা। বহু ভাষায় কোরআন শরীফের তর্জমার প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। কোন কোন দেশে তর্জমার কাজ সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে গেছে এবং এখন ব্যয় হিসাব করা হচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের একটি ফার্মের মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে যে তারা কেবল আমাদেরকে প্রুফরিডিং পর্য্যন্ত করে দিবে। এরপর ছাপানোর

জন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। অতঃপর অন্যান্য ব্যয়ও রয়েছে। অর্থাৎ কোরআন শরীফের প্রতিটি তর্জমায় কোটি টাকার দরকার হবে। এবং আকাঙ্খা তো এই যে কিছু একটা করা হোক। এই পরিকল্পনার সাধারন নক্‌শাতো ইহাই যে দুই তৃতীয়াংশ বাকী পড়ে আছে।

হুজুর বলেন, জামাতে আহমদীয়ার কোরবানীর ইতিহাস তো এরূপ যে লোকেরা তাদের সন্তানদের পেট কেটে, নিজেদের প্রয়োজন পিছনে ফেলে এবং গৃহ নির্মাণ স্থগিত রেখে প্রথমে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করে। এই কোরবানী তো কারো উপর এহসান করা নয়। ইহা তো তাদের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার এহসান। খোদার সংগে এই ব্যবসায়ে খোদাতায়ালা কখনো লোকসান হোতে দেন না। এরূপ চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতা, বদবখতি ও অজ্ঞতার পরিচায়ক যে কোরবানী করার দরুন মছিবতে পড়তে হবে। মছিবত তো ঐ সময় আসে যখন তোমরা কোরবানী কর না। পূণ্যবান পুরুষগণের তো সাত পুরুষ পরম্পরায় সন্তান ও সন্তান-সন্ততিগণ তাদের পূণ্যের ফল ভোগ করে থাকে।

হুজুর বলেন, আরো অনেক কাজ আছে। হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের পবিত্র জীবন সম্বন্ধে যত আপত্তি উথাপন করা হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঐগুলোর উত্তর সম্বলিত তাঁর পবিত্র জীবনী প্রকাশিত হওয়া দরকার। হুজুর বলেন, মানবজাতীর হৃদয়ে পবিত্র কোরআন এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য তাদের আশা-আকাংখার কথা বলতে হবে এবং কোরআন করীম থেকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে কোরআন করীমই একমাত্র কেতাব যার স্থান সর্বাগ্রে। অবশিষ্ট সব কেতাবের স্থান পিছনের সারিতে।

হুজুর বলেন, এ সকল কাজে অর্থের প্রয়োজন। কোরআন করীমের বড় প্রভাব আছে। এমনকি শব্দের অর্থ যারা বোঝে না, তাদের উপরও কোরআন করিমের শব্দাবলীর মাহাত্মের প্রভাব পড়ে। এই জন্য বিখ্যাত কারীগণের পবিত্র কণ্ঠের তেলাওয়াত এবং উহার তরজমাসহ কেসেট সরবরাহ করতে হবে। হুজুর বলেন, নৈপুণ্যের দিক থেকে কেরা'তের কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং এমন ব্যক্তিদের আওয়াজ যারা তরজমা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন এবং হৃদয়ে এই কালামের জন্য শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাছাড়া রয়েছে হজরত রসুল করীমের (দঃ) এর হাদিস এবং হজরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর কালাম ও কবিতা। এগুলোর টেপ তৈরী করতে হবে যাতে করে বিভিন্ন দেশ থেকে যখন বন্ধুগণ শত বার্ষিকী উৎসবে অংস গ্রহণ করার জন্য আসবেন তখন তারা এই সকল কালাম গাইতে গাইতে রাবওয়ায় প্রবেশ করবেন। তাহলে এক আশ্চার্যজনক আত্মিক শক্তি লাভ হবে।

হুজুর বলেন, আসল কথা এই যে প্রত্যেকের উচিৎ তারা যেন অসাধারণ মনোযোগ ও মহব্বতের সংগে দোওয়া করেন। আমিও করবো। আপনারাও করুন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে আরও সম্মুখ অগ্রসর হয়ে দোওয়া করুন যেমন আপনারা স্পেনের মসজিদ উদ্বোধনের সময় করেছিলেন। অনুরূপ অশ্রু প্রবাহ হওয়া জরুরী। অন্যথা আমরা শতবার্ষিকী উৎসবের দায়িত্ব পালন করতে পারব না। এখন আমি যে বর্ণনা দিলাম, তা সারসংক্ষেপেরও সংক্ষিপ্ত সার। বরং এর চেয়ে কম। এতবড় পরিকল্পনার কামিয়াবীর জন্য দোওয়া করুন। আবার দোওয়া

করুন। আবার দোওয়া করুন। অশ্রুর পথে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করুন। আল্লাহ্ ফজল করবেন। সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারো নিকট বোঝার কোন চিহ্নও থাকবে না। দোওয়ার ফিলসফি বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর বলেন, দোয়া হৃদয়ের আন্তরিকতা থেকে উত্থিত হয় এবং দোয়াকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র করে ঊর্দ্ধে উন্নিত করেন এবং সমস্ত পরিশ্রমের চেয়ে বহু বহু গুণ অধিক পুরস্কার প্রদান করেন। এই আবেগ নিয়ে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আপনাদের সমস্ত বোঝা উত্তোলন করেন যেমন পিতা নীরিহ শিশুর বোঝা উত্তোলন করেন এবং শিশু ভুলবশতঃ মনে করে যে সমস্ত বোঝা আমিই উঠিয়েছি।

সানী খোৎবায় হুজুর বলেন যে ব্যবস্থাপনার কোন কোন দিক সম্বন্ধে আমি এখনই বলে দিতে চাই। জুবিলী ব্যবস্থাপনা তাহরিকে জদিদের সংগে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু গোড়ার দিকে একটা পরিকল্পনা চালানোর জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হয়। ব্যবস্থাপনার দিক থেকে শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অংশ হওয়ার পরিবর্তে তাহরিকে জদিদের অংশ হওয়ার অধিক দাবী রাখে। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ যতখানি আছে তা স্বাধীন ভাবে করতে থাকবে। এবং এখন থেকে এই পরিকল্পনা তাহরিকে জদিদের দায়িত্বে ন্যাস্ত হলো ভবিষ্যতে এর সেক্রেটারীর পরিবর্তে উকিল নিযুক্ত হবে। আজই আমাদের এক মোবাল্লেগ রাবওয়ায় পেঁৗছুচ্ছেন। আল্লাহ্ এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে আজই আমি ইহা বর্ণনা করছি এবং আজই খোৎবার জন্য যখন রওনা হচ্ছিলাম। আমি জানতে পারলাম যে মোকারম মীর মাসুদ সাহেব আজই রাবওয়া পেঁৗছুচ্ছেন। এই কাজের জন্য আমি তাঁকে নিযুক্ত করছি। ভবিষ্যতে এই বিভাগের সমস্ত হিসাব-নিকাশ তাহরিকে জদিদের দায়িত্বে বর্তাবে।

অনুবাদ—**জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা

ফোন ঃ ২৫৯০২৪

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩১শে ডিসেম্বর '৮২ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

"আমাদের সালানা জলসা সকল দিক দিয়েই অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ও সুসম্পন্ন হয়েছে।

জামাতের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক চির উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়্যাদাহুল্লাহু বলেন :

আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজল ও করম যে আমাদের সালানা জলসা সকল দিকদিয়েই অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ও সুসম্পন্ন হয়েছে। কর্মীবৃন্দও দৃষ্টান্ত মূলক খেদমতের হক্ পালন করেছেন। কর্মীদের হাজিরা রিপোর্ট দেখে দেল্ আল্লাহ্তায়ালার হাম্দে ভরে যায়। এ বৎসর এ সংক্রান্ত রিপোর্ট আল্লাহ্তায়ালার ফজলে অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছে। যদিও মওসুম খারাপ ও অসহনীয় ছিল এবং জলসার সহিত বিজড়িত সমস্যাদিও যথারীতি বিদ্যমান ছিল তথাপি জলসার ব্যবস্থাপনা সাধারণভাবেই অত্যন্ত ভাল এবং সুষ্ঠরূপে সম্পাদিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা কারকুনদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আল-হামদুলিল্লাহ, মেহমানরা কষ্ট স্বীকার করেও ধৈর্য ধারন করেছেন। এখন ব্যবস্থাপনা এত সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে যে, মানোপযোগী রুটি পেশ করা অনেক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ব্যাপারটা তন্দুরের পর্যায়কে তো পূর্বেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল বরং এ পর্যন্ত মেশিনের দ্বারাও উন্নত মানের রুটি সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনে তো (মেশিনে) উত্তম রুটি প্রস্তুত হয়। কিন্তু সালানা জলসা কালীন কতটুক দ্রুতগতিতে রুটি তৈরী করতে হবে, উপস্থিত প্রয়োজন যখন ইহা নির্ণয় বা ফয়সালা করে তখন পরিস্থিতি অনেক সময় আয়েত্তের বাইরে চলে যায়। হুজুর বলেন, কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার সারাটা বৎসর ব্যাপী পরিশ্রম করে কতকগুলি নতুন ও অভিনব উপায় উদ্ভাবন বা অবলম্বন করেছেন এবং সেগুলোর ভাল ফলও পাওয়া গিয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতি ক্রমশঃ ভাল হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। মেহমানরা কোন রকম শিকায়ত বা আপত্তি ও অভিযোগ করেন নাই বরং যে-রকম খাবারই পেয়েছেন তা সর্বতোঃ সবর-শোকর সহকারে সন্তুষ্টচিত্তে খেয়ে নিয়েছেন এবং নাশোকরীর একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করেন নাই। সালানা

জলসার শেষ দিনে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল এবং বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল এই সমস্ত প্রতিকুলতার মধ্যে আহ্‌বাবে-কেরাম (—জামাতের প্রিয় ও সম্মানিত ভ্রাতা ও ভগ্নী)-দের কুরবানী এবং জোশ ও জয্‌বার কথা উল্লেখ করে হুজুর বলেন, সমাপ্তি দিবসে যদিও মওসুম অত্যন্ত খারাপ ছিল কিন্তু মেহ্‌মানরা (যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ) আশ্চর্যকর অদ্ভুদ ধৈর্য্যের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন। আমরা তো ভিতরে ছিলাম, বাহিরে যে কত শীত, তা আমরা পুর্ণ অনুভব করতে পারি নাই। এমনিও বক্তৃতা দানকারীদের শরীর গরম হয়ে উঠে কিন্তু পরে জানা গেলো যে, সমগ্র জলসাগাহ ভরপুর ছিল, এমন কি গ্রামীণ জামাতগুলি থেকে আগত আহমদীরাও ভিজা খড়ের উপর কয়েক ঘন্টা ব্যাপী বসে থাকেন এবং একজনও উঠে যান নাই। এই ছিল জামাতের এখলাস ও আন্তরিকতার বিস্ময়কর অদ্ভুদ দৃশ্য। এইরূপ এখলাস ও নিষ্ঠা দেখেই জনৈক ব্যক্তির নিম্নরূপ কথাটির পুনরাবৃত্তি করতে হয়, "এই জামাতের এখলাসকে দেখে ভয় লাগে।" বাকী অন্যান্য জামাতে ইহার দৃষ্টান্ত তো দুরে থাকুক, ইহার দশমাংশ বা একশ তম অংশও খুঁজে পাওয়া যায় না অর্থাৎ স্বেচ্ছা মূলক জামাত হওয়া, আর মানুষের নিজেকে এইরূপে পেশ করে দেওয়া। জামাতের এই এখলাস ও নিষ্ঠা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত ও চির উজ্জল নিদর্শন স্বরূপ বটে।

হুজুর বলেন, এরূপ মওকাতে আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ মুখে জারী হওয়া ফরজই নয় বরং এ উপলক্ষে তো হাম্‌দ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও কৃপা মূলক ইহ্‌সান ও অনুগ্রহের জন্য আমরা যত শোকরই আদায় করি না কেন তা হবে অবশ্যই অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত। এবং আমরা যত বেশী খোদাতায়ালার ফজল সমূহের জন্য শোকর আদায় করতে থাকবো, তত বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌তায়ালার পুরস্কার সমূহ বাড়তে থাকবে। এবং لان شكرتم لازيدنكم (—যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরও অধিক দান করবো"—অনুবাদক)—এই কানুন এমনভাবেই জারী রয়েছে যে, যে-কেহ ইহার ধারাবাহিক শৃঙ্খলের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে তার জাহান্নামের পড়ার কোন লেশমাত্র কল্পনা বা ধারণা থাকতে পারে না। সে একটির পর আর একটি হাম্‌দের ধারাবাহিক শৃঙ্খলের আওতায় প্রবেশ করে এগিয়ে চলে যায় এবং তার দেল্ আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় পরিপূর্ণ ও উচ্ছসিত হতে থাকে। (ক্রমশঃ) {বদর তাং ২০শে জানুয়ারী '৮৩}

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

তারুয়া ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালানা জলসা

আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার (পোঃ তারুয়া ভায়া বি-বাড়িয়া জিলা কুমিল্লা) ৪৮তম সালানা জলসা ২৬শে মার্চ মোতাবেক ১১ই চৈত্র, ১৩৮৯ বাংলা উক্ত গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ প্রাংগণে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে এর পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ মোতাবেক ১০ই চৈত্র ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার দিন ধার্য করা হয়েছে।

জলসা

বছরান্তে শুভ মিলনের এ এক পুণ্য-উদ্যান.
চেনা-অচেনা ভাই ও বন্ধুর প্রেম কান্নার মহা-স্থান।
বুকে কোলাকোলী প্রাণ বিনিময়,
এ মধু বন্ধনে কভু চ্ছেদ নয়.
জলসা গাহে খোদা লাভ লোভে, মিলে সবে এক ভোরে,
দ্বীন ইসলামের জয় গান গাহে. তাঁরই কাছে সকাতরে।
স্বর্গ শান্তি আনন্দ প্রেমের অপরূপ মোহ মেলা,
মিলিয়া হেথায় ভুলে যায় সবে. জাগতিক ব্যথা' জ্বালা।
সামিয়ানার নীচে বসিয়া সকলে,
গড়ে তোলে বেহেস্ত এই ধরাতলে,
রাহে-আল্লাহ্‌র কাঙালী সব কাঁদে সেজদায় পড়ে,
অবুঝ বিশ্বকে দাও হে প্রভু, মোদের সহোদর করে।
ছাড়ি সহোদর নিজ সংসার খড়-চাটাই পেতে বসে,
কি ভাবে করিবে বিশ্ব বিজয় তাহারই হিসাব কষে।
অনলে দগ্ধ প্রেমহীন ধরা,
বাঁচাতে হবে তৈয়ার হও ত্বরা.
শক্তি সাহস দোওয়া নিতে সবে সমবেত এই গাহে,
আর দেরী নয় জাগ হে জগৎ. যেচে নাও খোদা রাহে।
মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ—তাঁহারই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,
তিনিই মাহদী. ঈসা ও শ্রীকৃষ্ণ যাহা ছিল ভাবী বাণী।
ঈসা ও ইলিয়াস নেই আকাশে
মাটির দেহ গেছে মাটিতেই মিশে,
ভুল পথ ছাড়ি উঠ সবে মিলে যুগ নবীর তরীতে
নতুবা এ জীবন হবে নিষ্ফল, হবে শুধু কাঁদিতে।
তন্ময় বসি বক্তৃতা শুনি তিনটি দিবস ধরি
অথই প্রেমে ডুবে থাকি সদা. যেন এক স্বর্গপুরী!
কেউ. কেঁদেছে দীক্ষা নিয়ে,
কেঁদেছে কেউ বা ভাইটি পেয়ে।
গভীর রাত পোহাল সভায় চলে নজমুল মাহদী,
ভাবে মজে কাঁদে ঝরঝর হয়ে, খোদাপ্রেমিক আহমদী।
পূণ্য এ সভায় ফিরে আসে যেন বেলালের সুর ধনী,
সাঁঝের বেলায় যখনই আমরা নামাজের আযান শুনি।
তব কোলে প্রভু ঠাঁই দাও মোরে,
আপ্লুত কান্নায় অশ্রু ঝরে।
নামাজ নয় যেন খোদা রাহে সবে জীবন করেছে দান,
খাবার সারিতে শুধু ডাল পিয়েই. গাহে তৃপ্তির গান।
হৃদ তন্ত্র ছিড়িয়া আসে. বসি যখন আখেরি দোওয়ায়
ডুকরে কান্নার ঢেউ ছুটে চলে, খোদাতায়ালার দরগায়।
দোওয়া শেষ—এবার বিদায় পালা,
এ যেন এক সকরুণ জ্বালা
কাধে রেখে কাঁধ, বুক চেপে ধরে, হৃদয় চাহেনা ছাড়িতে
দোওয়া রেখো ভাই, আগামী জলসায় নিতে যেন। পারি বুকেতে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু ফেলিয়া, ধীরে চলে ঘর পথে।
জানিনা কবে, কোথায় আবার দেখা হবে কার সাথে
"হে মোর প্রভু-রহমান,
সুখে রেখো সদা সকলের প্রাণ,
এ মধু-প্রেমে বেঁধে দাও তুমি. বিশ্বের প্রতিটি ঘর,
শেষ আরজ প্রভু, কবুল কর মোর, কান্না কণ্ঠস্বর'।

—মোহাম্মদ ফজলে ইলাহী

সংবাদ

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার
৬০ তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬০ তম সালানা জলসা ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ পবিত্র পরিবেশে বিগত ৪, ৫ ও ৬ই মার্চ ১৯৮৩ইং রোজ শুক্র শনি ও রবিবার অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়, আল-হামদুলিল্লাহ।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় তিন হাজার আহমদী জলসায় যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, এবারও স্থানাভাবে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা না থাকায় তাহারা জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

৩ দিন ব্যাপী জলসায় ৫টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মার্চ শুক্রবার জুমার নামায পড়ান মরকজ হইতে আগত ওফ্‌দের প্রধান মোহতরম মির্যা আবদুল হক্ সাহেব (পাঞ্জাব জামাত আহমদীয়ার আমীর)। তিনি নামাযের পূর্বে প্রদত্ত জুময়ার খোৎবায় ইকামতে সালাত তাকওয়া, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও নেযামে-খেলাফতের সহিত গভীর ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণের উপর বিশদ আলোকপাত করে, হৃদয়গ্রাহী উপদেশাবলী দান করেন।

নামায জুম্মা ও আসরের পর পরই প্রশস্ত দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে সুন্দর শামিয়ানা ও কানাত এবং রং বেরং আলো ও লাউডস্পিকার দ্বারা সুসজ্জিত জলসাগাহতে শ্রোতাগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং পূর্ব প্রকাশিত অনুষ্ঠান সূচী মোতাবেক ঠিক আড়াই ঘটিকার সময় জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন পূর্ণ ঐতিহ্যের সহিত আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তালাওত করেন মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ সাহেব এবং উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই মহতি জলসার উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করিয়া দোয়া করান। অতঃপর দূরদূর হইতে আগত শ্রোতামণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী সাহেব জমাআতের বন্ধুগণের প্রশংসনীয় কুরবানী এবং জলসার পূর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দর আয়োজনের জন্য প্রথমে পরম দয়াল আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করেন এবং পরে বন্ধুদিগকে জানান আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাঁহার পর এস, এম হাবিবুল্লাহ সাহেব কালামে মাহমুদ হইতে উর্দু নযম পাঠ করিয়া শুনান এবং তারসঙ্গে অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য' "যুদ্ধ ও শান্তিতে হযরত রসুল

করীম (সাঃ)-এর আদর্শ" "হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও পবিত্র কুরআনের খিদমত", হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এর ইউরোপ সফর" বিষয় সমূহের উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী, জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব ন্যাশনাল কায়েদ বাঃ মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব সদর মুরুব্বী, মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়া। ইহার মধ্যে মোঃ শফীউদ্দীন সাহেব স্পেনে নবনির্মিত মসজিদে বশারত প্রাঙ্গণে প্রসঙ্গে উর্দু নযম পড়িয়া শ্রোতামণ্ডলিকে উপকৃত করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৫ই মার্চ সকাল ৮-৩০ মিঃ এ জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব আমীর ঢাকা আঞ্জুমান আহমদীয়ার সভাপতিত্বে আরম্ভ হয় এবং ১২-৫০ পর্যন্ত জারি থাকে। অনুষ্ঠান সূচী নিম্নরূপ :

১। তালাওতে কুরআনে পাক—মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব ২। নযম মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ সাহেব ৩। যিকরে হাবীব—জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জামাত ৪। নেযামে খেলাফতের বরকত ও কল্যাণ—মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেব পাঞ্জাব প্রদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর ৫। একামতে সালাত ও দোয়ার গুরুত্ব—মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ৬। নযম কাওসার আহমদ সাহেব ৭। গীবত ও বদযন্নির অপকারিতা—জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব নায়েবে আ'লা আনসারুল্লাহ ৮। বিভিন্ন ধর্মে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ—আলহাজ্ব তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশন

বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-০০

সভাপতি—জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব প্রেসিডেন্ট চট্টঃ জামাআত ১। তালাওত —মৌঃ আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব ২। নযম—জনাব নুরুল হক সাহেব' ৩। ওফাতে ঈসা (আঃ)—খন্দকার সালাহোদ্দীন আহমদ সাহেব. ৪। মোহাম্মদী নবুওতের চিরস্থায়ী কল্যাণ—মৌলানা মোঃ শফী আশরফ সাহেব, এডিশনাল নায়েব এশলাহ ইরশাদ প্রাক্তন মোবাল্লেগ ইন্দোনেশিয়া ৫। সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)—মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী ৬। সীরাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)—মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজীয়া ৭। ইসলাম ও বিজ্ঞান—জনাব খলীলুর রহমান সাহেব

চতুর্থ অধিবেশন

৬ই মার্চ, সকাল ১০-০০ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত

সভাপতি—জনাব শামশুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট সুন্দরবন জামাত ১। তালাওত কুরআন পাক—মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব ২। নযম—এস, এম, হাবিবুল্লাহ

সাহেব ৩। তরবীয়তে আওলাদ—মৌলবী আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব ৪। কুসংস্কার ও বেদআতের বিরুদ্ধে জেহাদ—জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান সাহেব ৫। ইসলামী পর্দা ব্যবস্থা—আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব ৬। ইসলামের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা—আলহাজ্ব জনাব তবারক আলী সাহেব

সমাপ্তি অধিবেশন ঃ বিকাল ২-০০ মিঃ হইতে ৬-০০ মিঃ পর্যন্ত

সভাপতি জনাব আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ ১। তালাওত কুরআন পাক—মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। ২। নযম—মযহারুল হক সাহেব ৩। শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা—জনাব নজীরআহমদ ভুঁইয়া সাহেব ৪। আহমদীয়া জমাআতের বৈশিষ্ট্য সমূহ—মৌলানা মোঃ শফী আশরফ সাহেব এডিশনাল নাযের এসলাহ-ও-ইরশাদ ৫। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব—জনাব এ, কে, রেযাউল করীম সাহেব ৬। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলী—মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেব।

সব শেষে মোহতরম আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে রুহেরও ক্রিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক এবং পরজীবন সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাত করেন। অতঃপর বিভিন্ন লোকের দোওয়ার দরখাস্ত পাঠ করিয়া শুনানো হয় এবং পরম পবিত্র ও ভ্রাতৃত্যপূর্ণ সুকোমল পরিবেশে বিগলিত চিত্তে ইজতেমায়ী দোয়া করার পর এই মহতি জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এস্থলে উল্লেখ যোগ্য যে, ৫ই মার্চ রাত ৯-০০ ঘটিকার সময় মোহতরম জনাব মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে আনসারুল্লাহ বাঃ আঃ আঃ-র নাযেমে আ'লার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৬ই মার্চ সকাল ৮-০০ মিঃ হইতে ১০-০০ মিঃ পর্যন্ত জনাব সদর সাহেব মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়া ২র-কর্যীয়ার সভাপতিত্বে খুদ্দাম ও আতফালের সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঃ মঃ খুদ্দামুল আহমদীয়ার উদযোগে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রসঙ্গে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর মরকয হইতে আগত উলামা কারাম কুরআনের দরস দেন। শেষ রাত্রে নামায তাহাজ্জুদ বাজামাত ও ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়। জলসা সমাপ্তির পর রাত ৮ ঘটিকার সময় স্পেনে জমাআতে আহমদীয়ার দ্বারা নবনির্মিত মসজিদে বশারতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভি, সি, আর,-এ প্রদর্শন করা হয়। (আহমদী রিপোর্ট)

শুভ বিবাহ

সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৬০ তম সালানা জলসায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের অধিবেশনের শেষান্তে নিম্নের দুইটি বিবাহ আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজলে সুসম্পন্ন হয়।

১। মরহুম মৌলভী মাহাম্মদ আনিছুর রহমান এডভোকেট সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব আহমদ এনামুল কবিরের সহিত ধানিখোলা, ময়মনসিংহ নিবাসী জনাব নূরুল ইসলাম সাহেব, প্রেসিডেন্ট, ধানিখোলা জামাতের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ নাজনীন বানু-এর শুভ পরিণয় ২৫,০০১/ (পঁচিশ হাজার এক) টাকায় দেন মোহর ধার্য করিয়া সুসম্পন্ন হয়।

২। কালিকা প্রসাদ, ভৈরব বাজার, ময়মনসিংহ নিবাসী জনাব হারুনুর রশীদ সাহেবের পুত্র জনাব মোহাম্মদ আল-আমীন সাহেবের সহিত আহমদনগর দিনাজপুর নিবাসী জনাব দরবেশ আবদুস সালাম সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ বশিরা বেগম-এর সহিত ১৫,০০১/(পনর হাজার এক) টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়।

উভয় বিবাহ পড়ান, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী। জামাতের সকল সদস্যদের নিকট তাদের দাম্পত্য জীবন বাবরকত হওয়ার দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দুরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar